বইটির মুনাফা
করজে হাসানার জন্য
ওয়াকফকৃত
করজে হাসানা
উত্তম ঋণ, উত্তম বিনিময়

ড. গওহার মুশতাক

বিয়ে ও ডিভোর্স

[দ্রুত বিয়ের উপকারিতা ও ডিভোর্সের ক্ষতি]

বিয়ে ও ডিভোর্স

[দ্রুত বিয়ের উপকারিতা ও ডিভোর্সের ক্ষতি]

মূল : **ড. গওহার মুশতাক**
অনুবাদ : **শাহেদ হাসান**
সম্পাদনা : **আলী হাসান উসামা**

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১৮০, US $ 5. UK £ 3

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Biye o Divorce
by **Dr. Gohar Mushtaq**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আমাদের দেশে প্রচলিত অদ্ভুত একটি আইন হচ্ছে—১৮ বছরের আগে যেমন বিয়ে করা যাবে না, তেমনি করানোও যাবে না। প্রশাসন কর্তৃক এমন বিয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে কত পরিবারকে হেনস্তা করা হচ্ছে; আর কত স্বপ্নকে পায়ের তলায় পিষে ফেলা হচ্ছে, বাবা-মা, বর-কনেকে জেলের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জরিমানাও করা হচ্ছে, মেহমানদের জন্য রান্না করা তরকারি মাটিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

এমন অদ্ভুত আইন পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশে আছে কি না আমাদের জানা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে এরকম আইন সুস্পষ্ট হারাম, প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধিতার নামান্তর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এ বিষয়ে আলিমসমাজ থেকে নিয়ে কোনো স্তরের কেউই কথা বলছেন না; সবাই যেন নীরব তামাশা-দর্শক।

এদিকে বিয়ে-বিলম্বিত হলেও ছেলে-মেয়েদের যৌনচাহিদা তো আর আটকে থাকছে না। তারা যত্রতত্র অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে, আর সেই অবৈধ সম্পর্কের ফল নবজাতক নিয়ে ফুটপাতে, ডাস্টবিনে শেয়াল-কুকুর টানাহ্যাঁচড়া করছে।

অতএব, এ বিষয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ হচ্ছে :

১. কুরআন-সুন্নাহবিরোধী এই আইন অবিলম্বে বাতিল করা হোক।

২. এই জঘন্য আইন বাতিলে আলিমসমাজসহ সচেতন নাগরিকদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

৩. সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

এবার গ্রন্থটি নিয়ে কিছু কথা বলি। আশা করি গ্রন্থটি মুসলিম তরুণ ও যুবকদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের কারণ হবে। গ্রন্থে বিশদভাবে বিয়ের উপকারিতা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে বিয়ে কেবলই 'একসঙ্গে থাকা' নয়; বরং এর পেছনে সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত অনেক উপকারিতা বিদ্যমান।

এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি, সন্তান ও সমাজের ওপর বিয়ে-বিচ্ছেদের ভয়াবহ প্রভাবের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম নবদম্পতি কীভাবে তাদের

বৈবাহিক জীবনে সংঘাত এড়িয়ে চলবে, কীভাবে সুন্দর ও সুখী জীবন অতিবাহিত করবে, তার বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লেখক তাঁর বক্তব্যের পেছনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ টেনেছেন। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে উপাত্ত এনে সেগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। শতাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি বানিয়ে দেখিয়েছেন—কেন বিয়েতে উৎসাহ দেওয়া ও বিয়ে-বিচ্ছেদকে অনুৎসাহিত করা জরুরি।

বইটি অনুবাদ করেছেন শাহেদ হাসান। এটি তার প্রথম গ্রন্থ। প্রথম হলেও চমৎকার অনুবাদ করেছেন। সম্পাদনা করেছেন আলী হাসান উসামা। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ফিকহি বিষয়গুলো তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করে দিয়েছেন। তারই পরামর্শে আমরা বইটির পঞ্চম অধ্যায়টি নতুন করে বিন্যাস করেছি। কিছু অংশ লেখকের রেখেছি, কিছু *মাসিক আল-কাউসার* থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাই বলা যায়, পঞ্চম অধ্যায়টি একটি সংকলন। এমনটি করার অন্যতম কারণ, লেখক এই অধ্যায়ে মতভেদপূর্ণ ফিকহি কিছু বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন, যার ফলে পাঠকশ্রেণি বিভ্রান্ত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল।

ভাষাসম্পাদনা করেছি আমি; আর প্রুফ সমন্বয় করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, আবদুল্লাহ আরাফাত, মুতিউল মুরসালিন।

বি.দ্র. : এই গ্রন্থের লভ্যাংশ **করজে হাসানা** গ্রুপের ফান্ডে ওয়াকফ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশনী এখান থেকে কোনো মুনাফা নেবে না। যারা আর্থিক সমস্যার কারণে বিয়ে করতে পারছেন না বা বিয়ে বিলম্বিত হচ্ছে, অগ্রাধিকারভিত্তিতে তাদের সহযোগিতা করা হবে। ইতিপূর্বে *বিশ্বাসের বহুবচন* বইটির মুনাফাও শাপলাহতদের অসহায় পরিবারে দান করা হয়েছিল।

তাই আমরা আশা করব বইটি সবাই সংগ্রহ করবেন। প্রতিটি যুবক-যুবতী আর অভিভাবকদের হাতে বইটি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি যারাই পাঠ করবে, তাদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। বইয়ে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবগত করলে সংশোধন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২০.১০.২০২০

অনুবাদকের কথা

প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমার মতো নগণ্য বান্দাকে গ্রন্থটি অনুবাদের তাওফিক দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসুল।

আজ থেকে ৩০-৪০ বছর পেছনে তাকালেও দেখা যাবে, আজকের মতো তখনকার সমাজে ফিতনা এত প্রবল ছিল না। নর-নারী উভয়েই শালীন জীবনযাপন করতেন। তখন ফিতনা প্রবল না হওয়ার পরও প্রাপ্তবয়স্ক হলেই ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। বিয়েকে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসেবে ভাবা হতো না; কিন্তু এখন আমরা ঠিক উলটো দৃশ্য দেখছি। বিয়েকে আজ ট্যাবু বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাক-বৈবাহিক যৌনাচারকে করে দেওয়া হয়েছে সহজলভ্য। ইন্টারনেট, টিভি, মিডিয়া ইত্যাদির কারণে ফিতনার জোয়ার এখন যুবকদের ওপর স্রোতের মতো আছড়ে পড়ছে। কে কত বেশি অশ্লীল হতে পারে, যেন প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। পশ্চিমা বস্তুবাদী সংস্কৃতি অনুসরণ করতে গিয়ে ক্রমশ তাদের সবকিছু গ্রহণ করে নেওয়া হচ্ছে। এসবের একটা হচ্ছে, বিনা কারণে বিয়েকে পেছানো।

যেখানে কিশোর-কিশোরীরা ১১-১২ বছরেই বয়ঃসন্ধিকালে পা দেয়, সেখানে তাদের বিয়ের কথা চিন্তা করা হচ্ছে ৩০-এর পর। কারণ একটাই, আমাদের অন্তরে এই চিন্তা গেড়ে বসেছে যে, যুবক-যুবতীদের আগে পড়াশোনা শেষ করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, বাড়ি-গাড়ি করতে হবে—এরপর-না বিয়ের চিন্তা! কিন্তু বিয়ে পেছালেও যুবক-যুবতীদের উত্তাল হরমোনের স্রোতকে তো বাঁধ মানানো যায় না। সেটা ক্রমাগত তাদের আঘাত করতে করতে বিপর্যস্ত করে দেয়। সব দিকে পাপের রাস্তা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত থাকায় তারা নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে পাপের রাস্তায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়।

ম্যাসলো তার বিখ্যাত *হায়ারারকি অফ নিডস* নামক একটি চার্ট প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি সবচেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য কয়েকটি শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন—বায়ু, পানি, খাবার, বাসস্থান, মলমূত্র ত্যাগ, পোশাক এবং যৌনমিলন। এগুলো না হলে দেহ ঠিকমতো কাজ

করবে না এবং জীবনের অন্যান্য চাহিদা এসবের সামনে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। বিয়ে পেছানোর ফলে জীবনের অন্যতম অপরিহার্য এক চাহিদাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর বয়সে লিবিডো (যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা) সবচেয়ে বেশি থাকে। এরপর ৩০ পর্যন্ত মোটামুটি সর্বোচ্চ অবস্থানের আশপাশে থাকে; কিন্তু ৩০-এর পরে লিবিডো হ্রাস পেতে থাকে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, লিবিডো হ্রাসের সময়ে এসে পুরুষদের বিয়ের ব্যাপারে প্রথম চিন্তাভাবনা করা শুরু হয়।

এ গ্রন্থে বিয়ে-বিলম্বের কুফল সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা তুলে এনেছেন প্রসিদ্ধ লেখক ড. গওহার মুশতাক। তিনি দেখিয়েছেন বিয়ে-বিলম্বের কারণে সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল ত্বরিত বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই আলোচনা করেননি; ডিভোর্সের কুফল এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেখান থেকে স্পষ্ট হয়, বৈবাহিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ডিভোর্স নয়। তিনি বিয়েতে উৎসাহিত এবং ডিভোর্সের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে তার এই আবেদনের পেছনে যৌক্তিক আলোচনাও টেনে এনেছেন।

অনুবাদে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম; আনাড়ি বললেও ভুল হবে না। কিন্তু গ্রন্থটি পড়ার পর থেকেই মনে হতে থাকে, সময়ের প্রেক্ষাপটে সকলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে এটি। বিশেষ করে যুবক ও অভিভাবকদের জন্য গ্রন্থটি অধ্যয়ন জরুরি জ্ঞান করি। সে তামান্না ও তাড়নার ফলে আনাড়ি হাতেই অনুবাদ শুরু করি। আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে, অনুবাদকর্ম শেষ করতে সমর্থ হয়েছি।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের প্রতি—গ্রন্থটি অনুবাদে যিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নির্দেশনা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং আমার মতো অনভিজ্ঞের ওপর আস্থা রেখে প্রথম অনুবাদকর্ম গ্রন্থে রূপদানের মাধ্যমে স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশের পেছনে আরও যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং যে-সকল সম্মানিত পাঠক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ গ্রন্থে ভালো যা কিছু উঠে এসেছে তা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তা আমার পক্ষ থেকে। তবে তা নিতান্তই শয়তানের ধোঁকা। পরিশেষে সকলের দুআ কামনা করছি।

শাহেদ হাসান
১৫ আগস্ট ২০২০

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা # ১১

অধ্যায় ১

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে # ১৩

অধ্যায় ২

মুসলিম যুবক : বিয়ে-বিলম্বের শিকার # ১৭

বিয়ের উপকারিতা এবং একাকিত্বের ক্ষতিকর দিক ১৮
অবিবাহিত পুরুষ এবং মানসিক অসুস্থতা ২০
অবিবাহিত পুরুষ এবং অপরাধের হার ২২
অবিবাহিত পুরুষ এবং কম উপার্জন ২৪
অবিবাহিত পুরুষ এবং আকস্মিক মৃত্যু ২৬
মুসলিম যুবকদের প্রতি আলিমদের উপদেশ ২৯
মুসলিম যুবকদের জন্য সমাধান ৩২

অধ্যায় ৩

বিয়েপূর্ব প্রেম ও ডেটিং # ৩৮

পশ্চিমা সমাজে অশ্লীলতার ব্যাপকতা ৩৮
প্রথম দেখায় লালসা, ভালোবাসা নয় ৪২
ডেটিং এবং বিয়েপূর্ব প্রেম ৪৪
অনলাইন ডেটিং এবং মাকড়সা ও মাছির গল্প ৫০
অনলাইন-ডেটিংয়ের ভয়াবহ দিক ৫৩

অধ্যায় ৪

বিয়ে-বিচ্ছেদের ক্ষতিকর দিক # ৬০

বিয়ে-বিচ্ছেদে সকলের ক্ষতি ৬১
বিয়ে-বিচ্ছেদ পরিবারের অবস্থা নিম্নমুখী করে ৬৩
সন্তান ও নাতি-নাতনিদের ওপর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ৬৫
বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের অপরাধের মাত্রাবৃদ্ধি ৬৬
বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং শিশুনির্যাতন ৬৮

বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং শিশুদের আকস্মিক মৃত্যু ৭০
বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের আত্মহত্যার হারবৃদ্ধি ৭১
বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের পরীক্ষায় বাজে ফলাফল ৭৩
বিয়ে-বিচ্ছেদে স্নাতকোত্তরের হার হ্রাস ৭৪

✧ অধ্যায় ৫ ✧

বিয়েবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া # ৭৭

ইসলামে ধাপে ধাপে বিয়ে-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ৭৮
কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিয়েবিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ৭৯
হালালা (তাহলিল) বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ৮২
ঋতুকালে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৮৪
একই মজলিসে কি তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হবে ৯০

✧ অধ্যায় ৬ ✧

সাফা-মারওয়া এবং নারী-পুরুষের মানসিক ভিন্নতা # ৯৫

পুরুষ কর্তৃক নারীদের মানসিক প্রকৃতি বোঝার গুরুত্ব ৯৬
ঋতুকালে নারীদের মানসিক পরিবর্তন ৯৭
প্রাক-ঋতুকালে নারীদের আত্মহত্যাপ্রবণতা ৯৮
প্রাক-ঋতুকালে মানসিক বৈকল্য এবং আক্রমণাত্মক ভাব ৯৯
প্রাক-ঋতুকালে ঘটিত দুর্ঘটনা ১০০

✧ অধ্যায় ৭ ✧

কীভাবে রক্ষা পাবে মুসলিম পরিবার # ১০৩

স্ত্রীর প্রয়োজন ভালোবাসা এবং পুরুষেরা চান সম্মান ১০৩
বিয়ে রক্ষার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ ১০৬
বিয়ে সফল করতে নারীর ভূমিকা ১০৯
বিয়ে-বিচ্ছেদ কি অসুখী মানুষদের সুখী করে ১১০
বিয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু ক্রোধ ১১২
বিবাহিত যুগলের মধ্যে তাকওয়া ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির গুরুত্ব ১১৬
পুণ্যবানদের সংস্পর্শে থাকার গুরুত্ব ১১৯
বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে অনুশোচনাবোধ ১২০
ধৈর্যের গুরুত্ব : অসুখী বন্ধনও সুখী হয় সময়ের সঙ্গে ১২৩

উপসংহার # ১২৭

লেখকের ভূমিকা

এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় বিয়েতে উৎসাহপ্রদান এবং বিয়ে-বিচ্ছেদে অনুৎসাহিত করা। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে; আর বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে তা ধ্বংস হয়, তাই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়ে-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করে দেখানো যে, বিবাহিত মানুষ কীভাবে অবিবাহিতের তুলনায় অধিক সুখী, স্বচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যময় জীবনযাপন করে—সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় যার প্রমাণ মিলেছে। অন্যদিকে বিয়ে-বিচ্ছেদের ক্ষতি এবং গা-অসাড় করার মতো ভয়াবহতাও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উঠে এসেছে।

মুসলিম পরিবারগুলো উপলব্ধি করতে পারে না যে, যুবক-যুবতীদের বিয়েপ্রদানে বিলম্ব করে তাদের মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে তারা। তাদের হাতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস চলে আসায় আত্মপবিত্রতা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ছে। যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত দিয়ে অবিবাহিত পুরুষ এবং উচ্চ অপরাধের হার, মানসিক বৈকল্য এবং আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এ গ্রন্থে।

আমরা এখন দাজ্জালের যুগে বাস করছি। বর্তমানের দাজ্জালীয় সংস্কৃতি পরিবার-প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক যুগের বিভিন্ন আইনি পরিবর্তন বিয়ে-বিচ্ছেদ সহজ করে তুলছে। এ কারণে আগে মেয়েদের ক্ষেত্রে কলঙ্কের যে ছাপ পড়ত, সেটাও আধুনিক সমাজ থেকে বিলুপ্তপ্রায়। বিয়ের ভাঙন এবং বিয়ে-বিচ্ছেদ শুধু ব্যক্তি নয়; বরং পুরো সমাজের ক্ষতি করে।

সংস্কৃতিবিশেষজ্ঞ এবং পরিবারবিষয়ক প্রাক্তন পরামর্শক প্যাট্রিক ফ্যাগান বলেন, জাতীয় সমৃদ্ধি এবং সন্তানের উত্তমতা আনয়নের ক্ষেত্রে বিয়ে-বিচ্ছেদের প্রভাবগুলো হচ্ছে অনেকটা ইমারতের ভিত্তিতে ঘুণপোকা ধরে যাওয়ার মতো। এই ঘুণপোকাধর্মী ক্ষতিকর প্রভাবগুলো নীরবে সমাজের অবকাঠামো নড়বড়ে করে তুলছে,

ধ্বংসক্রিয়াটি নীরবে সাধিত হলেও পরিণতিটা হবে খুবই মারাত্মক—ঘুণপোকা যেমন নীরবে কাঠ-লাকড়ি ফাঁপা করে দিয়ে সে সবের সর্বনাশ করে ছাড়ে।[১]

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, ডিভোর্সপ্রাপ্ত পিতা-মাতার সন্তানেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে এবং আবেগের দিক দিয়ে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়। এ ধরনের শিশুরা বিভিন্ন ব্যর্থতা ও বঞ্চনার শিকার হয় এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা অটুট পরিবারের সন্তানদের তুলনায় অপরাধে বেশি লিপ্ত হয়। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কারাবন্দিই ভঙ্গুর পরিবার থেকে আসা।

ডিভোর্সের কারণে শিশুর ওপর নির্যাতন বেড়ে যায়, শিশুকে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়, তাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং তারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ডিভোর্সড পরিবার হতে আগত শিশুরা স্কুল-কলেজে বাজে ফলাফল করে, অনেক সময় তাদের গ্র্যাজুয়েশনের হারও অটুট পরিবারের শিশুদের তুলনায় কম হয়ে থাকে—সবকিছুই দেখানো হয়েছে এ গ্রন্থে।

ইসলাম বিয়ে-বিচ্ছেদ পুরোপুরি বাতিল করেনি। নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনে এ দুয়ার খোলা রেখেছে। ইসলামে বিয়ে-বিচ্ছেদ হচ্ছে বিবাহিত যুগলদের সমস্যা হতে মুক্তির সর্বশেষ উপায়। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলে এবং বিবাহিত সঙ্গী-সঙ্গিনী সম্পর্ক-বহির্ভূত অবৈধ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এসব মোকাবিলার চেয়ে বিয়ে-বিচ্ছেদ নিশ্চয় উত্তম। তবে সেটার ক্ষতির পরিণাম যথেষ্ট উদ্‌বেগজনক এবং মুসলিমদের এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখা প্রয়োজন, যেন বৈবাহিক সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে বিয়ে-বিচ্ছেদের করুণ পরিণতি হতে রক্ষা করুন, আমিন!

ড. গওহার মুশতাক

---

১ Feulner, Edwin J. (June 30, 1999) “Divorced from Reality” The Heritage Foundation, Washington DC.
http://www.heritage.org/research/commentary/1999/06/divorced-from-reality
Retrieved on: Oct. 22, 2013.

অধ্যায় ১

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

ইসলামে বিয়ে ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লাহর প্রত্যেক নবিই পালন করেছেন। কুরআনে রয়েছে,

﴿وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً﴾

> আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [সুরা রাদ : ৩৮]

বিয়ের জন্য কী দুআ করতে হবে, কুরআন সেটাও আমাদের শিখিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾

> আর যারা বলে হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন। [সুরা ফুরকান : ৭৪]

বিভিন্ন হাদিসে রাসুল ﷺ বিয়েতে অনর্থক বিলম্ব না করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

> হে যুবকরা, যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, এটি দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হিফাজত করে।[২]

২ *সহিহ বুখারি* : ৪৭০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯৩।

অনুরূপ আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন, তিন জনের একটি দল রাসুল ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে তাঁর বিবিগণের ঘরে যান। যখন তাঁদের এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তাঁরা এটাকে অল্প ইবাদত মনে করে বললেন, 'আমরা রাসুলের সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।' এমন সময় তাঁদের একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতে সালাত পড়ব।' অপর একজন বললেন, 'আমি সারা বছর রোজা পালন করব, কখনো বিরতি দেবো না।' অপরজন বললেন, 'আমি সারা জীবন নারীবিমুখ থাকব, কখনো বিয়ে করব না।'

এরপর রাসুল ﷺ তাঁদের নিকট এসে বললেন, 'তোমরা কি ওই সকল ব্যক্তি, যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোজা পালন করি; আবার রোজা ছেড়েও দিই। সালাত আদায় করি, ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদিও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[৩]

অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ একজনকে বলেন, 'বিয়ে করো, যদিও তা কেবল লোহার আংটির (মোহর হিসেবে) বিনিময়ে হয়।'[৪]

বিয়ে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

> তোমাদের যারা বিয়েহীন তাদের বিয়ে সম্পন্ন করো; আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। তারা নিঃস্ব হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রচুর দানকারী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [সুরা নুর : ৩২]

উপরিউক্ত আয়াতটি আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর ব্যাপারে কুৎসা রটানোর ঘটনার সময় নাজিল হয়েছিল। তিনি রাসুলের স্ত্রী ছিলেন। আল্লাহ এই সুরায় তাঁর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন। কুরআনের তাফসির-লেখক সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি তাঁর তাফসিরগ্রন্থ *তাফহিমুল কুরআনে* লেখেন, 'এ ধরনের নির্দেশ

৩ *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭৬।

৪ *সহিহ বুখারি* : ৪৮৫৫।

ওহি আকারে কুৎসার ঘটনার ঠিক পরেই অবতীর্ণ হয়ে এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, সমাজের এক মর্যাদাবান মানুষের স্ত্রীর বিরুদ্ধে এ ধরনের বক্তব্য রটানো ছিল মূলত যৌনতাড়িত পরিবেশের ফসল।'[৫]

অন্য কথায়, কোনো সমাজে বিশালসংখ্যক অবিবাহিত যুবকের উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজে অধিক হারে অবাধ যৌনাচার ছড়ানোর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, মদিনার যে-সকল মানুষ (মুনাফিক ব্যতীত) আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোয় অংশ নিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল অবিবাহিত পুরুষ। তাই মুসলিমসমাজকে এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ হতে মুক্ত রাখতে কুরআন নারী-পুরুষকে দীর্ঘদিন অবিবাহিত না থাকতে উৎসাহিত করছে এবং সমাজে যে-সকল অবিবাহিত পুরুষ আছে, তাদের বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামি শিক্ষার মধ্যে বিয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও উপকারিতা জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতি টিকিয়ে রাখা, বংশরক্ষা, সমাজ অনৈতিকতামুক্ত রাখা, আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি, পরিবার গড়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক এবং সন্তানকে মুমিনরূপে গড়ে তোলা। ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল শারীরিক সুখ অন্বেষণ নয়। কারণ, আমরা কেবল যৌনবস্তু নই। ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে এক গভীর অর্থ প্রদান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, আরেকজনের প্রতি দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার জন্ম এবং পরিবার গঠন।

সমাজে পরিবারব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সাচিকো মুরাতা ও উইলিয়াম সি. চিত্তিক তাদের গ্রন্থ *দ্য ভিশন অফ ইসলামে* লেখেন, 'একটি সুস্থ সমাজ তখনই গড়ে উঠে যখন এর সদস্যরা সুস্থ হয়। যারা সমাজ-গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, তাদের প্রতিই বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাদের ধর্মই তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে, যেন তাদের ভেতরে সমাজের ব্যাপারে কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে। রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে বিয়ে করে সে দীনের অর্ধেক পূরণ করে।' কারণ, পরিবারই সমাজ-গঠনের ভিত্তি গড়ে তোলে।'[৬]

তাই বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্তান জন্ম দেওয়া এবং পরিবার-গঠনের মাধ্যমে মানবসম্প্রদায় সংরক্ষণ করা। জর্জ গিল্ডার বলেছেন, 'বিয়ে শুধু ভালোবাসার

---

৫ *তাফহিমুল কুরআন*, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি (১৯৯৮)। (ইংরেজি অনুবাদক-জাফর ইসহাক আনসারি) যুক্তরাজ্য, দ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ষষ্ঠ খণ্ড।

৬ Murata, Sachiko & Chittick, William C. (1994). *The Vision of Islam.* St. Paul, Minnesota, Paragon House.

সামাজিক অনুমোদন নয়; বরং বিয়ের মাধ্যমে সেই ভালোবাসা জৈবিক এবং সামাজিক ধারাবাহিকতায় রূপ নেয়। এ ধারাবাহিকতার ফলে শিশুরা পরিবারের বন্ধনে দীর্ঘসময় পার করতে পারে, যদিও এর পরিমাণ এখন কমে গিয়েছে।'[৭]

মানুষের মধ্যে নিজের বংশ টিকিয়ে রাখার বদ্ধমূল স্বভাব রয়েছে। মানুষের আরেক প্রকৃতি হচ্ছে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। এ কারণে অনেক মানুষই জীবনজুড়ে মৃত্যুর বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে চায়। নিজের সন্তানাদি দুনিয়ায় রেখে যাওয়ার মাধ্যমে অমরত্বের ছাপ দেখতে চায় তারা। মুসলিম কবি ও দার্শনিক, ড. মুহাম্মাদ ইকবাল এই ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *রিকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট অফ ইসলামে* লিখেছেন, 'ক্ষণস্থায়ী জীব হওয়ার কারণে মানুষ মৃত্যুকে তার ক্যারিয়ারের ইতি হিসেবে দেখে। সমাজগতভাবে তার অমরত্ব অর্জনের একমাত্র উপায় নিজের বংশ-বৃদ্ধি। অমরত্বের গাছ থেকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়া ছিল একটি অবলম্বন, যার মাধ্যমে সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত। এখানে জীবন যেন মৃত্যুকে বলছে, তুমি যদি এক প্রজন্মকে ধ্বংস করে ফেলো, আমি আরেক প্রজন্মের জন্ম দেবো।'[৮] অতঃপর সন্তান জন্মদানের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে ওঠে।

---

৭ Gilder, George (2001). *Men and Marriage*. Louisiana, Pelican Publishing Company.

৮ *দ্য রিকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*, ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (১৯৯৪)। নয়াদিল্লি, কিতাব ভবন।

অধ্যায় ২

মুসলিম যুবক : বিয়ে-বিলম্বের শিকার

বর্তমানে যেসব সামাজিক সমস্যা মুসলিম যুবকদের আক্রান্ত করে রেখেছে, তার একটি হচ্ছে বিয়েকে বিনা কারণে বিলম্বিত করা। দেরিতে বিয়ের কারণে অনেক পাপ যেমন : বিয়েপূর্ব প্রেম, ডেটিং, ভালোবাসা-দিবস উদযাপন, হস্তমৈথুন এবং পর্নোগ্রাফি ইত্যাদির ফাঁদে সহজেই পড়ে যায় তারা। বিয়ে নৈতিকতার সুরক্ষা এবং নারী-পুরুষকে তাদের দৃষ্টি হিফাজতে সাহায্য করে। এসব সামাজিক সমস্যা তৈরির পেছনে অনেক বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে পিতা-মাতার অবহেলা। দেরিতে বিয়ের এই সমস্যাকে মোটেও ছোট করে দেখার উপায় নেই।

খ্রিষ্টান সমাজবিদ কার্ল ডব্লিউ উইলসন ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তার গ্রন্থ *আওয়ার ড্যান্স হ্যাজ টার্নড টু ডেথে* লেখেন, 'যখন কোনো সমাজ বিয়ে এবং পরিবারব্যবস্থাকে গুরুত্বহীনভাবে দেখে, তখন মূলত সে সমাজের হাতে তাদের নিজেদের পতন ও ধ্বংসের টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়।' কার্ল উইলসন উল্লেখ করেন, ইতিহাসে যেসব জাতির পতন ও ধ্বংসের ঘটনা দেখা যায়, বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে অবহেলা এবং পারিবারিক ব্যবস্থার বদলে ভিন্ন জীবনব্যবস্থা খোঁজার মাধ্যমেই তাদের পতনের শুরু হয়েছিল।[৯]

একইভাবে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ জোসেফ ড্যানিয়েল আনউইন তার গ্রন্থ *সেক্স অ্যান্ড কালচারে* ৮৬টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধ্বংস হওয়ার ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি প্রতিটি জাতির মধ্যেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখতে পান। যেসব জাতি বিয়ে এবং বিয়েপূর্ব সতীত্বকে অবমূল্যায়ন করে অবাধ যৌনসুখ লাভের প্রচেষ্টায় মত্ত হয়েছে, তাদের কেউ-ই এক প্রজন্মের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। আনউইন বলেন, 'মানব-ইতিহাসে এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, যে সমাজের নতুন প্রজন্ম বিয়েপূর্ব এবং বিয়ে-পরবর্তী পবিত্রতাকে অবহেলার

৯ Wilson, Carl (1981). *Our Dance Has Turned To Death*. Illinois, Tyndale House Publishers.